দৈনিক খবর

তারিখ 03 MAY 1993
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুজব ও ছাত্রদের সর্বনাশ

।। স্টাফরিপোর্টার ।।

চট্টগ্রাম, ২রা মে।- কুমিল্লা বোর্ডের চলতি এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার গুজব এবং হাতে লেখা প্রশ্নের ফটোকপি বিক্রি চট্টগ্রামের শত শত ছাত্র-ছাত্রীর সর্বনাশ করেছে। এ গুজব ও গর্হিত কাজে জড়িত কাউকে পুলিশ এ পর্যন্ত ধরতে পারেনি।

প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে বলে নগরীতে পরীক্ষার শুরু থেকে গুজব রয়েছে। অংক, ধর্ম, বিজ্ঞানসহ বিভিন্ন বিষয়ের কথিত প্রশ্নপত্রের হাতে লেখা কপি নগরীতে দেদার বিক্রি হয়েছে চড়া দামে। প্রতিটি বিষয়ের একাধিক সেট প্রশ্নপত্রের ফটোকপি বিক্রি হয়। ৫০ টাকা, ১শ' টাকা বা আরও বেশী দামে কপি বিক্রি হয়েছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুজবে পরীক্ষার্থীদের অনেকে লেখাপড়া বাদ দিয়ে এর সন্ধানে নেমে পড়ে। বহু অভিভাবক তাদের ছেলে-মেয়েদের জন্য অনুরূপ ফটোকপি সংগ্রহ করে নিয়েছেন। বিভিন্ন স্থান থেকেও পরীক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকরা এ ধরনের প্রশ্নের খোঁজে শহরে এসেছেন। তারা উচ্চমূল্যে কথিত প্রশ্নপত্রের কপি নিয়ে গেছেন। কুমিল্লা বোর্ডের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করে জানা গেছে যে, কোথাও প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়নি।

প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার গুজবে বহু ছাত্র-ছাত্রী অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। তারা সংগৃহীত প্রশ্নপত্রের প্রশ্নসমূহের উত্তর শিখে পরীক্ষা কেন্দ্রে গেছেন। সেখানে প্রশ্নপত্র হাতে পেয়ে বুঝতে পেরেছে যে, তারা প্রতারণার শিকার হয়েছেন। আসল প্রশ্নপত্রের সাথে তাদের সংগৃহীত প্রশ্নপত্রের আদৌ মিল নেই অথবা এক আধটুকু মিল রয়েছে। অথচ তারা বাইরের প্রশ্নপত্র অনুসরণে উত্তর শিখে গেছে। এ অবস্থায় পরীক্ষা কেন্দ্রে তারা কি রকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে সেটা সহজে অনুমেয়। প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার গুজব এবং ফটোস্ট্যাট কপি বিক্রির সংবাদ যেখানে শহরের আনাচে-কানাচে এমন কি পল্লী এলাকা পর্যন্ত পৌঁছেছে, আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থার লোকজনদের কাছে সে খবর না পৌঁছানোর কথা নয়। কিন্তু তারা গুজব বন্ধ করা এবং ফটোস্ট্যাট কপি বিক্রি প্রতিরোধে কোন ব্যবস্থা নেয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি বা এ ব্যাপারে তারা ব্যর্থ হয়েছেন। এর জন্যে খেসারত দিতে হয়েছে শত শত ছাত্র-ছাত্রীকে। নগরীর বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকদের সাথে এ প্রতিবেদকের বিষয়টি নিয়ে কথা হয়। তারা বলেছেন, প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার কথা শুনলে যে কোন পরীক্ষার্থী এবং অভিভাবক তাতে কান দেবেই। সেটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু ভুয়া প্রশ্নের ফটোস্ট্যাট কপি যদি ছাত্র-ছাত্রীরা না পেতো তা'হলে তারা এত বেশী ক্ষতির সম্মুখীন হতো না। প্রথম বিভাগ পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল এমন অনেকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হতে পারে।